দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ০৬ OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণে অবহেলা

৭২ পরীক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ

এম এইচ রবিন ●

পাবলিক পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের অবহেলা চিহ্নিত করেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের পর পুনঃনিরীক্ষণের সময় ৭২ পরীক্ষকের দায়িত্বে অবহেলার বিষয়টি প্রমাণ হয়। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নকারী পরীক্ষকদের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্য নয়টি বোর্ডেও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়ে একই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডে গণিত বিষয়ে ২০ জন, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ১৪, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা ২, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ২, ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় ১, রসায়নে ৭, বাংলা বিষয়ে ৮, ইংরেজিতে ১০, জীববিজ্ঞানে ৪, পদার্থবিজ্ঞানে ২, সাধারণ বিজ্ঞানে ১ ও ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং বিষয়ে ১ জন পরীক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে। এসব পরীক্ষককে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এসএসসি পরীক্ষা ২০১৭-এর উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের ভুলত্রুটি হয়েছে। বিষয়টি উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের সময় প্রমাণ হয়েছে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, এসএসসির খাতা পুনঃনিরীক্ষণের সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের ভুল পেয়েছি। খাতায় কোনো কোনো উত্তরের নম্বর দেওয়া ছিল না। কোথাও বা নম্বর ট্রান্সফারের সময় ভুল হয়েছে। পরীক্ষকের একটা ভুলের জন্য একজন শিক্ষার্থীর জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দায়ী পরীক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করব।

তিনি বলেন, যারা পুনঃনিরীক্ষণ করেছেন তাদের বলেছি, আপনাদের খাতাও বাছাই করে দেখব। সেখানে ভুল হলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

কী শাস্তি হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে মাহবুবুর রহমান বলেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষক হলে তার এমপিও সুবিধা বাতিল এবং সরকারি স্কুলের শিক্ষক হলে বিভাগীয় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার বলেন, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে শৃঙ্খলা ফেরাতে আমাদের এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

৭২ পরীক্ষককে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এই উদ্যোগ। অভিযুক্তদের জবাব সন্তোষজনক না হলে তাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করা হবে।

জানা গেছে, গত বছর জেএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন না করেই মনগড়া ভিত্তিতে নম্বর দেন ময়মনসিংহের তিন শিক্ষক। পুনঃনিরীক্ষণের পর বিষয়টি নজরে আসে বোর্ড কর্তৃপক্ষের। তদন্ত করে এর প্রমাণ পায় বোর্ড। এরপর ওই তিন পরীক্ষককে বোর্ডের সব কার্যক্রম থেকে বহিষ্কার করার পাশাপাশি তাদের বেতনের এমপিও অংশ স্থগিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে দিয়ে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করান রাজশাহী বোর্ডের একজন পরীক্ষক। বিষয়টি গণমাধ্যমে আসার পর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় বোর্ড।